নিষিদ্ধ সংগঠনের সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশ

দেশব্যাপী পতিত ফ্যাসিবাদী অপশক্তি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মেহেরপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান।

উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে দেশের একটি নির্দিষ্ট জেলাসহ বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৪ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটেছে। যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায়, দেশের জনগণ কখনোই তাদের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেবে না।

উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান বলেন, দেশব্যাপী আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নতুন করে হত্যা, সন্ত্রাস ও অগ্নিসন্ত্রাসের যে ধারা চালু করার চেষ্টা করছে, এ দেশের স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী জনগণ তা কখনোই মেনে নেবে না।

এ সময় পিএস টু ভিসি (সেকশন অফিসার) ড. মো. তারিক আজিজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আর নেই

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের মমতাময়ী মা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে জয় বাংলা লেখা ৬টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক দুটি স্থান থেকে লাল টেপে মোড়ানো ছয়টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। উদ্ধার করা বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটিতে ‘জয় বাংলা’ লেখা রয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়্যারম্যানপাড়া থেকে তিনটি এবং বুধবার সকাল ৭টার দিকে পাশের বোলতলা ব্রিজের ওপর থেকে আরও তিনটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চেয়্যারম্যানপাড়ার মৃত রুহুল কুদ্দুসের ছেলে মো. হযরত আলীর বাড়ির মার্কেটের সামনে দুর্বৃত্তরা লাল টেপে মোড়ানো তিনটি বস্তু রেখে যায়। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী বোলতলা বাজারের অদূরে ব্রিজের ওপর থেকেও আরও তিনটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুগুলো উদ্ধার করে। এ সময় তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

স্থানীয়দের ধারণা, রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা বস্তুগুলো সেখানে রেখে যায়। উদ্ধার করা ছয়টি বস্তুর মধ্যে তিনটিতে ‘জয় বাংলা’ লেখা রয়েছে।

পৃথক দুটি স্থান থেকে একই ধরনের বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

তবে কে বা কারা এবং কী উদ্দেশ্যে এসব বস্তু সেখানে রেখে গেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। উদ্ধার করা বস্তুগুলো প্রকৃত বোমা কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা বোমা সদৃশ বস্তুগুলো রেখে যেতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে সাবেক স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাবেক স্ত্রী তাহমিনা খাতুনকে হত্যার দায়ে শহিদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

তবে মামলার অপর আসামি আনোয়ারা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আইনজীবী সাইদুর রাজ্জাক।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সেটি মূলত ব্যবস্থাপনার।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ১১টায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা অনুযায়ী সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর মতবিনিময় সভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পরিষ্কারভাবে আমাদের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানকে বলেছেন, আপনাদের কতটুকু সার প্রয়োজন, তা ১০ দিন আগে জানালে সে অনুযায়ী সার সরবরাহ করা হবে। সুতরাং এত আশ্বাসের পরও যদি সারের সংকট থাকে, তাহলে এই সংকটের জন্য দায়ী কারা? আপনারা (সার ডিলাররা), নাকি আমরা যারা আছি (বিএনপি নেতারা)?
সুতরাং এসব বিষয় চিহ্নিত করে আগামী দিনে আপনাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।
এই সরকার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েই রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সবকিছু উল্লেখ রয়েছে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের এবং আপনাদের।

সার ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শুনেছি, আপনাদের বিভিন্ন পক্ষকে ভাগ দিতে হয়। এক ভাগ এনসিপি, এক ভাগ জামায়াত এবং এক ভাগ আমাদের বিএনপি নেতারা নিয়ে থাকেন। আপনারা কোনো ধরনের ভাগ দেবেন না। যেকোনো প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও মেহেরপুর জেলা সার ও বীজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইদুল হাসান খান কেনেডি।

এসময় কামরুল হাসান বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ৪০ হাজার মেট্রিক টন সার বরাদ্দ দেওয়া হতো। তারপরও বিভিন্ন জায়গায় সারের অতিরিক্ত দামে বিক্রি হতো। যে সার ১ হাজার ২০০ টাকা বস্তা বিক্রি হওয়ার কথা, তা বিক্রি হতো ৩ হাজার টাকা বস্তা। ওই সময় কৃষকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায় করা হতো।

সরকার কেন উন্মুক্তভাবে সার বিক্রির সুযোগ দিচ্ছে না? কৃষকদের বাঁচানোর জন্যই তো এই ব্যবস্থা। আপনিও একজন কৃষক, আপনাকেও সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই সরকারের এই উদ্যোগ। সরকার সারের একটি

নির্ধারিত মূল্য ঠিক করে দিয়েছে, যাতে প্রত্যেক বিক্রেতা নির্ধারিত দামেই সার বিক্রি করেন।

সাইদুল হাসান খান কেনেডি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রত্যেক ডিলারকে মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সার উত্তোলন করতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলায় সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক ডিলার সার উত্তোলন করেননি। কৃষকের সারের প্রয়োজন, অথচ ডিলার সার নিয়ে বসে থাকবেন, এটা হতে পারে না।
সেপ্টেম্বর মাসে মেহেরপুরে সারের বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন ডিএসপি, ডিএফপি ও এমওপি। অক্টোবরে বরাদ্দ ছিল ৪ হাজার ২০০ মেট্রিক টন। আর নভেম্বরে ইউরিয়া ছাড়া আমাদের বরাদ্দ রয়েছে ৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন।
মেহেরপুর সদর উপজেলায় ইউরিয়া ও এমওপি যে পরিমাণ মজুত রয়েছে, সেখানে এই দুই ধরনের সারের চাহিদা নেই।
চলতি মাসে প্রত্যেক ডিলারকে অতিরিক্ত প্রায় ৯০০ বস্তা করে সার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই সার আগামী ২১ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০০ বস্তা ডিএসপি, ৪০০ বস্তা ডিএপি এবং ২০০ বস্তা পটাশ।
এরই মধ্যে ডিসেম্বর মাসে মেহেরপুরের জন্য ৬ হাজার মেট্রিক টন সার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী শাহনেওয়াজ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকাবিল্লাহ।

সভায় সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা বাস্তবায়ন, সার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় এবং কৃষকদের কাছে সুষ্ঠুভাবে সার পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

[redacted]

[redacted]

চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্ত প্রতিষ্ঠায় বিজিবির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গাংনী হাসপাতালে দুদকের অভিযান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের একটি এনফোর্সমেন্ট টিম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে হয়রানি, ই-জিপি (e-GP) টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং নিম্নমানের ও অসম্পূর্ণ চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহ করা সত্ত্বেও শতভাগ বিল উত্তোলনসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সমন্বিত দুর্নীতি কমিশন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. বুলবুল আহমেদ।

অভিযান সুত্রে জানা যায়,দুদকের একটি টিম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালায়।এসময় অভিযোগসংশ্লিষ্ট ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্য ও রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়। এ সময় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে চিকিৎসাধীন রোগী ও সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন টিমের সদস্যরা। চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হয়রানি, অনিয়ম কিংবা দালালের দৌরাত্ম্য রয়েছে কি না এবং রোগীরা যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত ও বক্তব্য গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া হাসপাতালের রান্নাঘর, রোগীদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবারের মান এবং হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সহকারী পরিচালক মো. বুলবুল আহমেদ বলেন, অভিযানের প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র ও প্রাপ্ত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও

বিশ্লেষণ করে এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক কমিশন বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। এসময় অভিযানে দুদকের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পোস্টারিং

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে পোস্টারিং কর্মসূচি পালনের খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) দিনের প্রকাশ্য আলোতে এবং রাতের আঁধারে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব পোস্টার লাগানো হয়।

পোস্টারে লেখা ছিল, ‘দেশ বাঁচাতে, মানুষ বাঁচাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী গণসংযোগ ও গণপ্রতিবাদ সফল ও সার্থক হোক’। এতে কর্মসূচির তারিখ হিসেবে ১৪-১৬ নভেম্বর ২০২৬ উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ‘প্রত্যাবর্তন ২.০’ এবং ‘জয় বাংলা’ স্লোগানও লেখা ছিল।

স্থানীয় বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নামে এসব পোস্টার লাগানো হয়।

তবে কারা এই পোস্টারিং কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত এবং কারা এর আয়োজন করেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে দলটির কোনো নেতাকর্মীর বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।